জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইলঃ info@nhrc.org.com

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/-২৩৯/১২- ৪ তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

রাঙ্গামাটিতে দুই মারমা তরুণীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তথ্যানুসন্ধ্যান কমিটির প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের ওড়াছড়ি গ্রামের মারমা সম্প্রদায়ের দুই বোনের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং সকল পক্ষের সাথে কথা বলে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার লক্ষ্যে আজ বিশেষ কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি কমিশন সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, “সাক্ষীদের জবানবন্দি, সংগৃহীত ডাক্তারি সার্টিফিকেট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ঘটনার তারিখ ও সময় টহল বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ভিকটিম সাম্রাউ-কে ধর্ষণের ঘটনা প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় না। তবে ঘটনার তারিখ ও সময়ে টহল বাহিনীর আনসার সদস্য জনাব গিয়াস উদ্দিন কর্তৃক ভিকটিম ম্রাচিনু-এর হাত ও শীতের কাপড় টেনে ধরা/শ্লীলতাহানির চেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার বিষয় প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।”

গত ১৫/০২/২০১৮ তারিখে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে চাকমা সার্কেল চীফ-এর স্ত্রী য়েন য়েন এর ওপর নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, “উক্ত দিনে চাকমা সার্কেল চীফের স্ত্রী য়েন য়েন হাসপাতালে ভিকটিমদ্বয়ের কাছে উপস্থিত ছিলেন। ভিকটিমদ্বয় বাবা-মার সাথে যেতে না চাইলে বাবা ছোট মেয়েকে চড়-থাপ্পড় মারেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা হবার পর কতিপয় মুখোশধারী ব্যক্তি চাকমা সার্কেল চীফের স্ত্রী য়েন য়েন এবং কতিপয় স্বেচ্ছাসেবীকে শারীরিক ভাবে নির্যাতনের বিষয়ে যে বক্তব্য পাওয়া গেছে এর সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন মামলা করা হয়নি। রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের নার্সসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের লিখিত বক্তব্য থেকে জানা যায় উক্ত সময়ে তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুনেছিল তবে ভয়ে কেউ উক্ত জায়গায় যায়নি। সবকিছু শান্ত হবার পর তারা ভিকটিমদের ঘরে যেয়ে দেখেন যে, ভিকটিমদ্বয় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লিখিত বক্তব্যে তারা উক্ত দিনে কোন

গন্ডগোল/সমস্যা হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। উক্ত দিন ও সময়ে চিৎকার চেঁচামেচির ঘটনা ঘটেছিল তা নিশ্চিত তবে উক্ত সময়ের কতিপয় মুখোশধারীর বিষয়ে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে এর সাথে কারা জড়িত তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।”

তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন কমিশন সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে কমিশন তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ করে। উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রাদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬